জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – নভেম্বর ২০০৭/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘে এশিয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য তবে আরও বাড়াতে হবে– বান কি-মুন
* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নতুন জোট বিশ্বের লাখ লাখ দরিদ্র্যকে সাহায্য করবে–বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা
* মিয়ানমার: জাতিসংঘ দুত রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন
* পাকিস্থানকে বন্দীদের মুক্তি ও গণতন্ত্রে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বান কি-মুন
* বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘ, গুগল ও সিসকোর উদ্যোগে নতুন ওয়েবসাইট

জাতিসংঘে এশিয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য তবে আরও বাড়াতে হবে– বান কি-মুন

৭ নভেম্বর– জাতিসংঘে অবদানের জন্য মহাসচিব বান কি-মুন এশিয়ার প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহৎ ও জনবহুল এ মহাদেশের ভূমিকা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন। নিউ ইয়র্কে এশিয়া সোসাইটিতে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

১৯৬০ এর দশকের পর বান কি মুন হচ্ছেন প্রথম কোনো এশীয় মহাসচিব। তিনি বলেন, এশিয়ার রয়েছে বিশ্বের অন্যতম ক্রমপ্রসারমান অর্থনীতি। তার ভাষায়, ‘আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতি। অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় অনেক কম।’

মহাসচিব বলেন, ‘জাতিসংঘে এশিয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও তা আরও বেশি হতে পারতো। এশিয়া তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করেনি। একজন এশীয় মহাসচিব হিসেবে আমি এ অবস্থার পরিবর্তন দেখতে চাই। আমি এশিয়াকে আরও ঐক্যবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক কাজে সম্পৃক্ত দেখতে চাই।’

বান কি-মুন উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে ছয় জাতির আলোচনায় নাছোড়বান্দা ও কুশলী মধ্যস্থতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত ক্রিস্টোফার হিলের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়া তার পরমাণু স্থাপনা ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ‘এ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হলে ছয় জাতির এ আলোচনাকে উত্তর-পুর্ব এশিয়ার স্থায়ী নিরাপত্তা কাঠামোতে পরিণত করা সম্ভব হবে।’ ছয় জাতির মধ্যে ছিল-উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নতুন জোট বিশ্বের লাখ লাখ দরিদ্র্যকে সাহায্য করবে–বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা

৭ নভেম্বর– আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক জাতিসংঘের শীর্ষ সংস্থা আজ বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরিকল্পিত অংশীদারিত্ব বিশ্বের লাখ লাখ দরিদ্র মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সাহায্য করবে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডবি-উএমও) মহাসচিব মাইকেল জারাড বলেন, ‘জলবায়ুর পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক বিষয়। কিন্তু বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও অন্যান্য গরিব দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন।’

পর্তুগালের লিসবনে ইউরোপীয় উন্নয়ন দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জোটের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য কাজে আসতে পারে। কেননা এর সুফল আসবে বিশ্বজুড়ে।'

মি. জারাড ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জোট গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা বিষয়ক ইউরোপীয় কমিশনার লুইস মাইকেল এ জোট গঠনের প্রস্তাব দেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রের পাশাপাশি স্বল্পোন্নত ও অরক্ষিত দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মি. জারাড বলেন, 'এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এসব দেশের খুবই কম সম্পদ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে এসব দেশের লোকজন গৃহহীন হয়ে পড়বে অথবা খাবার পানির সংকট দেখা দেবে। ফলে তারা ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।'

নতুন এ উদ্যোগ উন্নয়নশীল বিশ্বের লাখ লাখ লোককে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি সংকট ও বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিণত হতে না পারে সেজন্য ডবি-উএমও তার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশকে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা তৈরিতে সাহায্য করে যাচ্ছে।

মিয়ানমার: জাতিসংঘ দুত রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন

৬ নভেম্বর– মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখে মহাসচিব বান কি-মুনের বিশেষ দুত ইব্রাহিম গাম্বারি আজ আবারও দেশটির সরকার ও বিরোধী পক্ষের আলোচনায় বসার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচিসহ সব রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান।

ইব্রাহিম গাম্বারি শনিবার মিয়ানমারে এসে পৌঁছান। আজ তিনি রাজধানী নেপিডোতে পররাষ্ট্র, তথ্য, সংস্কৃতি ও শ্রম মন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মেরি ওকাবে নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন, 'মহাসচিবের কার্যালয় যে সব বিষয় সমাধান করতে যাচ্ছে সেসব নিয়ে মি. গাম্বারি ও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের মধ্যে খুবই খোলামেলা ও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।'

জাতীয় ঐকমত্য প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তারা অবিলম্বে সু চির সঙ্গে এসপিডিসির নেতাদের আলোচনা শুরু এবং সব রাজনৈতিক বন্দীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। নোবেল শান্তি বিজয়ী এ নেত্রীকে গত ১৭ বছরের মধ্যে ১১ বছরের বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

ভবিষ্যতে মিয়ানমারের সরকার ও সে দেশে মোতায়েন জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য মি. গাম্বারি পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রী উ শুয়ে থার সঙ্গেও বৈঠক করেন।

গত সপ্তাহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছিল, তারা জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক চার্লস পেট্রিকে আর মিয়ানমারে কাজ করতে দিতে চান না। মি. পেট্রির নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ প্রতিনিধিদল মিয়ানমারের আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ার পর তারা ওই চিঠি দেয়।

এ ছাড়াও বিশেষ দুত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থুরা মিয়ান্ত মাউংয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।

সফরের সময় মি. গাম্বারি অন্যদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল থান শুয়ের সঙ্গে দেখা করে তার কূটনৈতিক মিশন সম্পর্কে তাকে (শুয়ে) অবহিত করবেন।

তিনি ইয়াঙ্গুনে জাতিসংঘ প্রতিনিধিদল ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সু চি, জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টির কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অগ্রগতি হিসেবে মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দুতকে ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে দেশটির সরকার।

এ আমন্ত্রণকে স্বাগত জানিয়ে পাওলো সারজিও পিনহেইরো বলেন, এটি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে সহযোগিতার ব্যাপারে মিয়ানমারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক।

পাকিস্থানকে বন্দীদের মুক্তি ও গণতন্ত্রে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বান কি-মুন

৫ নভেম্বর- পাকিস্থানে জরুরি অবস্থা জারির পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ তার প্রতিক্রিয়ায় দেশটির সরকারের প্রতি একজন জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞসহ গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখপাত্রের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে মহাসচিব ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দুত আসমা জাহাঙ্গীরসহ শত শত মানবাধিকার ও বিরোধী কর্মীকে গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি অবিলম্বে এসব বন্দীর মুক্তি, গণমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নির্ধারিত সময়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানোর আহ্বান জানান।

জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবার পাকিস্তানে মৌলিক অধিকার স্থগিত ও জরুরি অবস্থা জারির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানানো এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে আর কোনো ব্যক্তিতে আটক না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আরবোর এক বিবৃতিতে আসমা জাহাঙ্গীরসহ বিচারক, আইনজীবী এবং রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার বা গৃহবন্দী করার কথা শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

হাইকমিশনার বলেন, 'দেশের নিরাপত্তার প্রতি চরম হুমকি আসলেই কেবল জরুরি অবস্থা জারি করা উচিত, বিচার বিভাগের সততা ও স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য নয়।'

তিনি বলেন, অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ওপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করা রয়েছে এমনকি জরুরি অবস্থায়ও তা স্থগিত রাখা যায় না। এ ধরনের বিধিনিষেধ হতে হবে ক্ষেত্রবিশেষে এবং পরিস্থিতি দাবি করলেই কেবল তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘ, গুগল ও সিসকোর উদ্যোগে নতুন ওয়েবসাইট

১ নভেম্বর- শীর্ষ স্থানীয় সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানি গুগল ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সিসকোর সহযোগিতায় জাতিসংঘ একটি নতুন অনলাইন সাইট চালু করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বৈশ্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে এই সাইট চালু করা হয়েছে। এমডিজি হলো দারিদ্র্য,ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি, নিরক্ষরতা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দুর করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা। বিশ্ব নেতারা এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেছেন।

এমডিজি মনিটর নামের এই ওয়েবসাইট বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের এমডিজি অর্জনের প্রকৃত সময়ের অগ্রগতি চিহ্নিত করবে। এবং এ সব অগ্রগতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকবে।

এমডিজি বিষয়ক তথ্য জানানোর পাশাপাশি নতুন এই সাইটটি শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদানের একটি প-াটফর্ম বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এটিতে থাকবে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সর্ব সাম্প্রতিক উপাত্ত।

আজ নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রকল্পটি চালু করার সময় মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, এমডিজি মনিটর ‘চরম দারিদ্র্য ও অসাম্যের বিরুদ্ধে একটি আলোক স্তম্ভ’।
তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো এমডিজি বিষয়ে সব তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে। যাদের প্রয়োজন তারা এখন মাউসের কয়েকটি ক্লিকেই পেয়ে যাবেন এ সব তথ্য। তিনি আরও বলেন, এমডিজি মনিটর কেবল এমডিজি অর্জনের অগ্রগতি মুল্যায়নে সহায়তা করবে না, এটা শুন্যতা চিহ্নিত করবে এবং কোথায় অতিরিক্ত শ্রম দেওয়া প্রয়োজন তাও বাতলিয়ে দেবে।

মহাসচিব উলেখ করেন, বিশ্ব ‘জরুরি উন্নয়ন’ এর মুখোমুখি। তাই এক প্রজন্মের মধ্যে দারিদ্র্য অর্ধেকে কমিয়ে আনার উপায় বের করতে হবে। সর্বোপরি, এমডিজি অর্জন রাজনৈতিক ইচ্ছার একটা ব্যাপার।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, রৌপ্যের কোনো বুলেটের মাধ্যমে এমডিজি অর্জন করা যাবে না। তবে এমডিজি অর্জনের সম্পদ, জ্ঞান ও কলাকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। এমডিজি বিষয়ক উপাত্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের কৌশল আয়ত্ত করা অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ প্রয়োজন। আর এর ফলে এমডিজি অর্জন প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি-ইউএনডিপির প্রশাসক কেমাল ডেরভিস বলেন, এমডিজি অর্জনের প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে সঠিক উপাত্ত একটা মুখ্য বিষয়।

তিনি উলেখ করেন, যেহেতু এমডিজি অর্জনের অগ্রগতির তথ্য এখন পর্যন্ত সহজে এক জায়গায় পাওয়া যায় না, তাই এমডিজি মনিটর একটা গুরুত্বপুর্ণ শুন্যতা পুরণ করবে।

এ প্রক্রিয়ায় গুগল ও সিসকোর ভুমিকার ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করেছি। আসলে আমাদের প্রয়োজন সবার সহায়তা। আপনার মতো অংশীদারও আমাদের প্রয়োজন।’

এমডিজি মনিটর ‘গুগল আর্থ’ ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়েব ব্যবহারকারীদের বিশ্বের যে কোনো স্থানে যেতে সুযোগ করে দেবে এবং কোথায় এমডিজি অর্জনের জন্য কী কাজ করা হচ্ছে তা ঘেটে দেখতে পারবেন। কোনো দেশ সম্পর্কে মুল্যায়ন ও জাতিসংঘ সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহারের সুযোগও থাকবে।
অনলাইনের মাধ্যমে ৩০কোটিরও বেশি গুগল আর্থ ব্যবহারকারী এমডিজি সম্পর্কে অধিকতর ভাল ধারণা নিতে পারেন। এমডিজি অর্জনে কী পদড়্গেপ নিতে হবে তাও জানা যাবে এমডিজি মনিটর ওয়েবসাইটের (www.mdgmonitor.org) মাধ্যমে।

গুগল আর্থ অ্যান্ড ম্যাপস এর প্রধান প্রযুক্তিবিদ মাইকেল টি. জোনস্ বলেন, ‘ইউএনডিপির সঙ্গে গুগলের সহযোগিতা এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে যে, মৌলিক ও গুরম্নত্বপুর্ণ মানবিক অগ্রগতির জন্য এমডিজি প্রণীত।’

সিসকোর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস ডোমিনগুয়েজ বলেন, ‘এক জায়গায় আমাদের অনেক পা। এটা অন্যমত একটা স্তম্ভ, যার জন্য আমরা গর্ব করতে পারি।’
এমডিজি অত্যন্ত উচ্চ লক্ষ্য উলেখ করে কার্লোস বলেন, ‘এলড়্গ্যগুলো সহজে অর্জন করা যায় না। এগুলো অর্জনে পুরো সম্প্রদায় ও বৈশ্বিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।’ কী কী কাজে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন তা বিশেষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য কলাকৌশল জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।
২০০০সালে নিউ ইয়র্কে বিশ্বের ১৮৯টি দেশের নেতাদের সম্মতিতে এমডিজি নির্ধারণ করা হয়। এমডিজি হলো পরিমাপযোগ্য ও সময়সাপেড়্গ কিছু লড়্গ্য, যার মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও ড়্গুধা দুর করা; বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক শিড়্গা লাভ; লিঙ্গ বৈষম্য দুর করা ও নারীর ড়্গমতায়ন; শিশু মৃত্যুর হার কমানো; মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি; এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিরম্নদ্ধে লড়াই; টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সময়োচিত অগ্রগতির লড়্গ্য।

** **